বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিজডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৯৯৭৩/২০০৬

ইন দি ম্যাটার অফ ঃ
ইহা বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় একটি আবেদনপত্র ;
এবং
ইন দি ম্যাটার অফ ঃ
অধ্যাপক ড.এ,এফ,এম, রুহুল হক গং
----দরখাস্তকারীগণ
বনাম
বাংলাদেশ গং
--প্রতিবাদীগণ

জনাব তানজিব-উল আলম, এ্যাড্ভোকেট্
---দরখাস্তকারীগণপক্ষে

জনাব মোঃ বদরুদ্দোজা, এ্যাডভোকেট
--৫ নং প্রতিবাদীপক্ষে।
মেস নাহিদ মাহতাব, ডি,এ,জি,
--১ নং প্রতিবাদীপক্ষে

শুনানীঃ ৩ ও ৬ জুন এবং ৫ আগষ্ট, ২০০৮ইং
রায় প্রদানঃ নভেম্বর ১৮,২০০৮ ইং

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,বি,এম, খায়রুল হক
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ আবু তারিক

বিচারপতি এ,বি,এম, খায়রুল হকঃ

ইহা একটি জনস্বার্থমূলক রীট্ মোকাদ্দমা ।

দরখাস্তকারীগণ সকলেই বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ বা অধ্যাপক। তাহারা ৭-৭-২০০৫ তারিখের এসআরও নং ২১১-আইন/২০০৫-সম(বিধি-৫) -৩১/০৪ এর প্রজ্ঞাপন মারফৎ Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর সংশোধনীর মাধ্যমে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিধি সংশোধন (এ্যানেকচার-এ) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ২৮-৫-২০০৬ তরিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনায় ২ দফায় সংশোজিত (d)

উপ-দফার (এ্যানেকচার-এ-১) বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটি দায়ের করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীগণ দরখাস্তে বর্ণনা করেন যে,দরখাস্তকারীগণ প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় সর্বোচ্চ পেশাগত পদের অধিকারী হইয়াছেন এবং তাহাদের নিজ নিজ চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহারা মূল্যবান অবদান রাখিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিকিৎসা শাখায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তর্কিত বিধিমালা মারফৎ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে অবৈধভাবে নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করতঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য দুর্যোগ সৃষ্টির আশংকায় ক্ষুব্ধ হইয়া জনস্বার্থে দরখাস্তকারীগণ এই রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করিলে বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে অত্র আদালতের একটি বেঞ্চ ১৬-১০-২০০৬ তারিখে প্রতিবাদীগণ বরাবরে নিম্নলিখিত Rule NISIজারী করেন ঃ

> "Let a Rule Nisi issue calling upon the Respondents to show cause, why S.R.O. No. 211-Ain/2005/SoMo(Bidhi-5)-31/04 dated 7.7.2005 (Annexure-A) amending the provisions regarding qualifications for the post of Professor and Associate Professor under the Bangladesh Civil Service (Health Cadre) in Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 and Clause 2(d) of the qualification for the post of Professor and Clause 2(d) of the qualification for the post of Associate Professor as advertised in the notification bearing No. BaSoKoKoSo/Unit-6/Sorasori-2/2006(1-81) 94 dated 28.05.2006 issued by respondent no. 3 should not be declared as have been issued without lawful authority and to be of no legal effect as being violative of the petitioners fundamental rights as guaranteed under Articles 27,31 and 42 of the Constitution and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.
>
> Pending disposal of the Rule the respondents are hereby restrained from proceeding with the process of appointment of Professors and Associate Professors in the post of Biochemistry and E.N.T. through the impugned advertisement.
>
> The learned Deputy Attorney General Mr. Razik Al-Jalil and Mr. Md. Bodruddoza the learned Advocate appearing for respondent No.5 opposed the prayer for stay.

Let the power filed by Mr. Md. Bodruddoza on behalf of the respondent no. 5 be kept with the record.

The Rule is made returnable within 6(six) weeks."

প্রতীয়মান হয় যে, ৯-৭-২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত তর্কিত প্রজ্ঞাপনটি মারফৎ রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর সহিত পরামর্শক্রমে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 (সংক্ষেপে 'Rules') অধিকতর সংশোধন করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া, উপরোক্ত সংশোধণী Medical and Dental Council এর প্রয়োজনীয় সুপারিশ ব্যতিরেকে করা হইয়াছে এইরূপ স্পষ্ট অভিযোগ অত্র দরখাস্তে উত্থাপন করা হইয়াছে। এমত অবস্থায় অত্র মোকাদ্দমায় কর্ম কমিশন ও কাউন্সিল এর বক্তব্য শ্রবণের প্রয়োজন ছিল।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত উভয় সংস্থা অত্র মোকাদ্দমায় যথাক্রমে ৩ ও ৫ নং প্রতিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত রহিয়াছে। নথিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ২০০৬ সনেই তাহাদের উপর নোটিশ জারী সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কাউন্সিল এর পক্ষ হইতে ওকালতনামা দাখিল করা হইলেও কোন প্রতিবাদীই এফিডেভিট-ইন-অপজিশান দাখিল করে নাই। এমত অবস্থায়, তাহাদের উপর পুনরায় নোটিশ জারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। অতঃপর, মোকাদ্দমাটি আংশিক শ্রুত হইবার পর ১০-৬-২০০৮ তারিখের আদেশ মারফৎ পুনরায় সকল প্রতিবাদীর উপর নোটিশ জারীর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় কিন্তু নোটিশ যথারীতি জারীর পরেও কোন প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমায় কোন এফিডেভিট্ দাখিল করা হয় নাই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় নাই।

দরখাস্তকারীগণপক্ষে অবশ্য ১৫-১০-২০০৬ তারিখে হলফকৃত আরও একটি এফিডেভিট মূল দরখাস্তের সহিত দাখিল করা হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জনাব তানজিব-উল আলম, এ্যাড্ভোকেট্ দরখাস্তকারীগণ পক্ষে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অপরদিকে জনাব মোঃ বদরুদ্দোজা এ্যাডভোকেট ৫ নং প্রতিবাদী বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এর পক্ষে উপস্থিত হয়েন কিন্তু তিনি কোন এফিডেভিট ইন অপজিশান দাখিল করেন নাই।

জনাব তানজিব-উল আলম, দরখাস্তকারীগণপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয় তর্কিত সংশোধিত নিয়োগ বিধিগুলির প্রতি (এ্যানেকচার-এ ও এ-১) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষনপূর্বক নিবেদন করেন যে, উক্ত সংশোধিত বিধিগুলি Medical and Dental Council

Act, 1980, এর পরিপন্থী। তিনি বলেন যে, উপরোক্ত আইন অনুসারে কাউন্সিল এর আওতাভুক্ত সকল শিক্ষকগণের শিক্ষাগত ও অন্যান্য ন্যূনতম যোগ্যতা Regulation বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন মারফৎ নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা কাউন্সিল এর উপর অর্পিত। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত। কিন্তু, তিনি নিবেদন করেন, উপরোক্ত আইন বহির্ভূতভাবে তর্কিত সংশোধন বিধি প্রণয়ন করিবার কারণে উক্ত বিধিগুলি অবৈধ ও বে-আইনী এবং সংবিধানের ১৩৩ ও ১৪০ অনুচ্ছেদের আওতায় ৭-৭-২০০৫ তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটিও (এ্যানেকচার-এ) অবৈধ ও বে-আইনী। তাহাছাড়া, তিনি আরও বলেন যে উক্ত তর্কিত প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় কর্ম কমিশনের সহিত রাষ্ট্রপতির পরামর্শের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ২০০৫ সনের কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে পরামর্শের তালিকায় সেইরুপ কোন নজির পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায় তিনি নিবেদন করেন যে, Act বহির্ভূতভাবে এবং কাউন্সিলের সুপারিশ ব্যতিরেকে এবং কর্মকমিশনের পরামর্শ ব্যতিরেকেই নিয়োগ বিধি সংশোধন করা হইয়াছে বিধায় তর্কিত সংযোজিত বিধিগুলি আইনের চোখে অবৈধ।

দরখাস্তকারী পক্ষে বক্তব্যের জবাবে ৫ নং প্রতিবাদী পক্ষে বা অন্য কোন প্রতিবাদী পক্ষে কোন বক্তব্য প্রদান করা হয় নাই।

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহোদয়ের বক্তব্য শ্রবণ এবং দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত ৯-৭-২০০৫ তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ২৮-৫-২০০৬ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি (এ্যানেকচার-এ ও এ-১) এবং সংযুক্ত অন্যান্য কাগজাদি পর্যালোচনা করা হইল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাস। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীস দেশে প্রধানতঃ রোগ পর্যবেক্ষন ও হেতুবাদ মারফৎ রোগের যৌক্তিক ভিত্তি নির্ণয় করতঃ রোগের চিকিৎসা হইত। সেই প্রাচীন কালেও চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। Cos নামক স্থানে Hippocrates চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। Hippocratic এর শপথ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপি আজও নবীন চিকিৎসকগণকে লইতে হয়। তখনও চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল উপজিব্য ছিল একজন রোগী ও তাহার কল্যাণ। এই কল্যাণ চিন্তা-চেতনা

হইতেই চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ সাধন ও উন্নয়ন। ১৫১৮ সনে সর্ব প্রথম চিকিৎসগণের পরীক্ষা-পদ্ধতি শুরু। ১৫৫১ সনে লন্ডনে Royal College of Physicians স্থাপিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের মান ও ইহার পরীক্ষা সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৮৫৮ সনে ইংল্যান্ডে General Medical Council আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই General Medical Council আজও যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা ও চিকিৎসকগণের মান কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে Baltimore শহরে স্থাপিত John Hopkins Medical School ১৮৯৩ সনে চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা নীতি ও গবেষনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯১০ সনে Abraham Flexner এর প্রতিবেদন চিকিৎসা শাস্ত্র আধুনিকীকরণের পথ সুগম করে।

চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার প্রধান লক্ষ তাত্বিক ও গবেষনালব্ধ জ্ঞানকে রোগীর সরাসরি চিকিৎসার সহিত সমন্বয় সাধন করা যাহাতে রোগীকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা যায়। এই জন্যই একজন চিকিৎসক-শিক্ষককে একদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান, অন্যদিকে গবেষনালব্ধ জ্ঞান এবং সর্বোপরি প্রায়োগিত চিকিৎসায় সর্বোচ্চ বুৎপত্তি অর্জন করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ তাহাকে একাধারে রোগীকে আধুনিক চিকিৎসার সেবা প্রদান করিতে হইবে অন্যদিকে শিক্ষক হিসাবে সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ক্রমাগত নিজেকে আধুনিকীকরণ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে প্রকৃত Professionalism বা পেশাদারিত্ব। শুধুমাত্র ডিগ্রী বা পদ মর্যাদা পেশাদারিত্ব প্রদান করেনা। চিকিৎসক সমাজকে মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিটি রোগীর জন্য সত্যকার গভীর মমত্ববোধ, তাহাকে সুস্থ্য করিবার জন্য আপ্রাণ নির্ভেজাল প্রচেষ্টা, শিক্ষকতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করণ প্রভৃতি গুণাবলী এই পেশাকে ‘noble profession’ বা আদর্শ পেশা করিয়াছে।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহারও মূল উপজিব্য বিষয় হইতেছেন একজন রোগী। তাহাকে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদানই চিকিৎসা বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ। তাহাকে শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবা প্রদানই যথেষ্ট নহে, তাহাকে সর্ব প্রথম মানবিক সেবা প্রদান করিতে হইবে। একজন রোগী অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। হাসপাতালই হউক বা ব্যক্তিগত চেম্বারই হউক, তাহার অসহায়ত্বের সুযোগ লওয়া চিকিৎসা-ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাহার সহিত বন্ধুর মত পরম সহানুভূতির সহিত আচরণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে চিকিৎসা

প্রদান একটি ব্যবসা নহে, ইহা মহানতম পেশা। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে Hippocrates এই দৃষ্টি ভঙ্গি হইতেই চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতেন। বর্তমান যুগের Hippocrates গণকেও সেই দৃষ্টিকোন হইতেই একজন রোগীর আত্মসম্মানবোধকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শণ ও মূল্যায়ন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই উন্নত সভ্যদেশে রোগীর অধিকার সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আইন রহিয়াছে এবং চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে সব সময় সম্পূর্ণ সজাগ থাকেন। এই মানবিক চিন্তা-চেতনা হইতেই International Code of Medical Ethics অন্যান্য নীতিসহ ঘোষনা করিয়াছে ঃ

i) I solemnly pledge myself to consecrate myself to the service of humanity;
ii) The health of my patient will be my first consideration.

বাংলাদেশেও এই ধরণের নীতিমালা রহিয়াছে বলিয়া আমাদের জানান হইয়াছে কিন্তু তাহা শুধু পুথিবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না, প্রতিটি চিকিৎসকের হৃদয়ে তাহা গ্রথিত থাকিতে হইবে। রোগীর অধিকার সম্বলিত শর্তাবলী প্রত্যেকটি সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকের প্রধান প্রবেশপথে ও বহির্বিভাগে এবং চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারের বাহিরে লটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং কাউন্সিল ও সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করিবে। তাহা হইলেই সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনে সহায়ক হইবে।

১৮ অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ নিবরূপ ঃ

> "১৮।(১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।"

সংবিধানের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি। উক্ত অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ঘোষনা 'জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন' শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি নহে। ইহা রাষ্ট্রের মালিক জনগণের নিকট রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এই কারণে সরকার প্রণিত কোন আইন সংবিধানে ঘোষিত

প্রাথমিক দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক হইতে পারিবে না। হইলে সংশ্লিষ্ট আইনটি অবৈধ হইবে।

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঘোষিত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন আমাদের সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষালয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ সর্ব প্রকার পদক্ষেপ উপরে বর্ণিত 'জনস্বাস্থ্যর উন্নতি সাধন' ঘোষনাকে ঘিরিয়া আবর্তিত।

উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। যেমন, প্রভাষক, রেজিষ্ট্রার, সহকারী অধ্যাপক, কনসালট্যান্ট, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক ইত্যাদি। এই সকল পদে নিয়োগ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রদান করা হইয়া থাকে কারণ এই সকল নিয়োগের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের মান নির্ভর করে। এই মান এবং ইহার ক্রমাগত উন্নয়ন একজন রোগীর প্রকৃত চিকিৎসা সেবার জন্য অত্যন্ত জরুরী। রোগীকে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপস্থিতি অনুভূত হইয়াছে।

এই কারণেই প্রথমে Medical Council Act, 1973 এবং তৎপর Medical and Dental Council Act, 1980 (Act XVI of 1980) আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উপরোক্ত আইনের প্রস্তাবনা নিবরূপ ঃ

> ".....to provide for the constitution of a Medical and Dental Council, for regulating registration of medical practitioners and dentists and also for the purpose of establishing a uniform standard of basic and higher qualifications in medicine and dentistry."

উপরে বর্ণিত প্রস্তাবনা হইতে সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হইবে যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত চিকিৎসকগণের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মানের সমরুপ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই আইনটি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

উক্ত আইনের ২ ধারায় 'recognised medical qualification' ও 'recognised additional medical qualification' সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে।

কাউন্সিলের এর গঠন সম্পর্কে ৩ ধারা বর্ণনা করিয়াছে। এই আইনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পালন করিবার জন্য ৩৩ ধারা কাউন্সিলকে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে regulation বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

উপরোক্ত ধারায় সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্র ও দন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীর জন্য সমরুপ প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রবিধান প্রণয়ন মারফৎ সংশ্লিষ্ট তফসীলে নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা কাউন্সিলকে প্রদান করা হইয়াছে। তাহাছাড়া, সাধারণ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও কাউন্সিল কে প্রদান করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহন পূর্বক কাউন্সিল মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রবিধানমালা, ১৯৯০, প্রণয়ন করে। ইহা ২০-১-১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত প্রবিধানমালার চতুর্থ অংশে একটি 'স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি' এর কথা বলা হইয়াছে। প্রবিধান ২ এর (ঞ) অনুচ্ছেদ অনুসারে 'স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি' বলিতে Act এর ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি বুঝাইবে। উক্ত আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) অনুচ্ছেদ নিবরূপ ঃ

> 7. Officers, Committees and employees of the Council-
>
> (1) The Council shall ---
>
> (a) .....
>
> (b)constitute from amongst its members an Executive Committee, and such other Committees for general or special purposes as the Council deems necessary to carry out the purposes of this Act;

২০ প্রবিধান অনুসারে স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি গঠিত হয়। ২১ প্রবিধান স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী বর্ণনা করিয়াছে। ইহা নিবরুপ ঃ

> "২১। স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী-স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী হইবে ঃ-
>
> (ক) আইনের তফসিলের অন্তর্ভূক্ত নহে এমন কোন যোগ্যতার স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদন পাওয়া গেলে উক্ত আবেদন

প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে উহা বিবেচনা করা ও উহার উপর সুপারিশ দান করা;

(খ) স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম সামঞ্জস্যপূর্ণ মানের প্রশিক্ষন কোর্সের মডেল প্রস্তুত করা;

(গ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসার সকল পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু ও সময় পরিধির জন্য একই রকমের শর্তাদির সুপারিশ করা;

(ঘ) চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসার সকল পাঠ্যক্রমের ভর্তির জন্য ন্যুনতম শর্তাদির সুপারিশ করা;

(ঙ) সকল পেশাগত চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষার পরীক্ষকগণের ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞার মান সুপারিশ করা ;

(চ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদির সুপারিশ করা ;

(ছ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার মান, পরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও পরীক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি সম্পর্কে সুপারিশ করা; এবং

(জ) কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য কাউন্সিল বা সভাপতি কর্তৃক স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির নিকট সময় সময় যে সমস্ত বিষয় প্রেরণ করবে তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা ।”

প্রতীয়মান হইতেছে যে উপরে বর্ণিত কার্যাবলীসহ চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্যক্রমে ভর্তি কার্যক্রম হইতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসার যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণ কোর্সের মডেল প্রস্তুত করা এবং উক্ত বিষয়াবলীতে যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার মান, পরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও পরীক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি সম্পর্কে কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা ইত্যাদি হইতেছে স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শাস্ত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে ১৯৮০ সনের আইনে যথাক্রমে ৯ ও ১২ ধারায় বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে।

উক্ত আইনের ৩৩ ধারার (২) উপ-ধারায় চিকিৎসা শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। (২) উপ-ধারা নিবরূপ ঃ

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Council shall make regulations which may provide for –

(a) prescribing a uniform minimum standard of courses of training for obtaining graduate and post-graduate medical and dental qualifications to be included or included respectively in the First, Third and Fifth Schedules;

(b) prescribing minimum requirements for the content and duration of courses of study as aforesaid;

(c) prescribing the conditions for admission to courses of training as aforesaid;

(d) prescribing minimum qualifications and experience required of teachers for appointment in medical and dental institutions ;

(e) prescribing the standards of examinations, methods of conducting the examinations and other requirements to be satisfied for securing recognition of medical and dental qualifications under this Act;

(f) prescribing the qualifications and experience required of examiners for professional examinations in medicine and dentistry antecedent to the granting of recognised medical and dental qualifications; and

(g) registration of medical or dental students at any medical or dental college or school or any University and the fees payable in respect of such registration."

উপরে বর্ণিত আইন ও প্রবিধানাবলীদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির একটি কমিটি। ইহার কার্য হইতেছে উপরে বর্ণিত ২১ প্রবিধিতে বর্ণিত চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ প্রদান।

স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করতঃ উপরে বর্ণিত ৩৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপরে বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড সম্বন্ধে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

আরও প্রতিয়মান হইতেছে যে যদিও ৩৩ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবিধানমালা প্রস্তুত করিতে সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হইবে কিন্তু (২)

উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবিধানমালা প্রস্তুত করিতে সরকারের নিকট হইতে পূর্বানুমতি গ্রহনে বাধ্যবাধকতা নাই।

অতএব, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা বিষয়ক বিষয়গুলি সম্বন্ধে কাউন্সিল স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশ অনুসারে নিজ ক্ষমতা বলে প্রবিধানমালা প্রস্তুত করিতে পারে।

এতদদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে সমগ্র বাংলাদেশে সকল সরকারী ও বেসরকারী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার মান বজায় রক্ষার্থে সকল শিক্ষক নিয়োগ, তাহাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কাউন্সিলের উপর অর্পিত। তাহাছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য শর্তাদী নির্ধারণ করিবার দায়-দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর বর্তায়।

১৯৮০ সনের আইন এই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য কাউন্সিলের উপর ন্যাস্ত করিয়াছে এবং কাউন্সিল ইহা পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু ৩৩ ধারার (২) উপ-ধারার আওতায় কয়টি প্রবিধান প্রস্তত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোন পক্ষের আইনজীবি কোন আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

যেহেতু (২) উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার মান নির্ধারণ করতঃ প্রবিধানমালা প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব কাউন্সিলের সেইহেতু এই রায়ের কপি প্রাপ্তির ১২ (বার) মাসের মধ্যে কাউন্সিল প্রবিধানমালাগুলি প্রস্তুত করিতে বাধ্য থাকিবেন। যেহেতু নির্ধারিত চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার মানের উপরেই আক্ষরিক ভাবেই বাংলাদেশের সকল রোগীর সুস্থ্যতা ও জীবন নির্ভর করিতেছে সেইহেতু কাউন্সিল প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত মান নির্ধারণের উপর স্ববিশেষ যত্নবান হইবেন।

এই মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্য হইতে। বাংলাদেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হইবার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পদক্ষেপ এমন ভাবে গ্রহন করিতে হইবে যাহাতে বিত্ত হইতে মেধা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়।

এই সিদ্ধান্ত শুধু গ্রহন করিলেই চলিবে না, তাহা শক্ত হস্তে বাস্তবায়ন করিতে হইবে যে মেধা ভিত্তিক বাছাই বহির্ভূতভাবে কেহই যেন কোন চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে না পারে। তৎপর, সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

প্রতিটি পরীক্ষা ও পরীক্ষা-উত্তর প্রশিক্ষণে সমমান নিশ্চিত করা সরকার ও কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল শিক্ষার্থীদের হস্তেই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রোগীদের জীবন ও সুস্থতা নির্ভর করিতেছে। এই কারণে এই দায়িত্ব পালনে কোনরূপ শিথিলতা প্রদর্শণ চলিবে না।

যে সকল চিকিৎসক শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিবেন তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। তাহাদের নিকট সকল মানুষের তথা রোগীদের আশা ও আকাঙ্খাও অনেক বেশী। এই জাতীয় আকাঙ্খা পূরনে সর্বপ্রথম তাহাদের নিজদিগকে সার্বিক ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাদের উপর এক বিশেষ গুরুদায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও সুস্বাস্থ্য রক্ষা করিবার যে প্রাথমিক সাংবিধানিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রহিয়াছে তাহা শুধুমাত্র শিক্ষকগণের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। আবশ্যিক ভাবেই ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য গুরুভার। ইহার জন্য প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষা ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ যাহা দ্বারা তাহাদের মধ্যে সত্যকার মননশীল পেশাদারিত্ব গড়িয়া ওঠে।

চিকিৎসক-শিক্ষকগণকে আকাঙ্খিত উচ্চ মানে আনয়ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব পালনে এই সংস্হাকে অত্যন্ত যত্নবান হইতে হইবে। কারণ শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে দ্বিবিধ দায়িত্ব। প্রথমতঃ দেশের ভবিষ্যৎ উপযুক্ত চিকিৎসক প্রস্তুত করণ; দ্বিতীয়তঃ রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রদান। দুইটি দায়িত্বই সঠিক ভাবে পালনের জন্য একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সহকারী অধ্যাপককে সঠিক উচ্চতম মানে প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব কাউন্সিলের উপর অর্পিত। শুধু তাহাই নহে, সকল সরকারী আধা-সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল ও ইন্‌স্টিটিউট এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়ে নিয়োজিত সকল শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণের সমমান নিশ্চিত করিবার দায়িত্বও কাউন্সিলের উপর অর্পিত।

যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল বা ইন্‌স্টিটিউট্ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত মান অর্জনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল বন্ধ করিয়া দিতে কাউন্সিল ও সরকার আইনগত ভাবে বাধ্য। এই ব্যাপারে কোনরুপ দ্বিধা বা নমনিয়তা প্রদর্শন করা চলিবে না কারণ রোগীদের, জীবন, স্বাস্হ্য ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও

বিশেষজ্ঞগণের মানের উপর একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল। কাজেই এই মান বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে কোনরুপ শিথিলতা সরকার বা কাউন্সিল প্রদর্শন করিতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎকগণের নিকট বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সীমিত।তাহাদের বেশিরভাগের পক্ষে বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহন সম্ভব হয় না। তাহারা বেশী পক্ষে একজন স্নাতক-চিকিৎসক (MBBS) এর সাহায্য গ্রহন করিতে পারিলেই নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। এই কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের স্বাস্থ্য, জীবন ও স্বার্থ রক্ষার্থে স্নাতক চিকিৎসকগণকে প্রাথমিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে তাহাদের চূড়ান্ত স্নাতক পরীক্ষা সমাপান্তে ইন্টার্ণীশীপ প্রশিক্ষণ ১(এক) বৎসরের পরিবর্তে অন্তত দুই বৎসর হওয়া প্রয়োজন। এই নবীন চিকিৎসকগণই বাংলাদেশের প্রত্তন্ত অঞ্চলে রোগীদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম স্থানে অবস্থান করেন বিধায় তাহাদিগকে দুই বৎসর নিবিড় পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করিলে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা উপকৃত হইবে। তবে এ ক্ষেত্রেও সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সমমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে গত শতাব্দীর ষাট দশকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্ত ানে প্রচুর প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষকের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। ইহার অন্যতম কারণ ছিল সেই সময়ে তদানিন্তন সরকার বহু সংখ্যক চিকিৎসক বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। বিদেশ হইতে তাহাদের লব্ধ বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চিকিৎসা ক্ষেত্রকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বর্তমানে ইহার ঘাট্তি পরিলক্ষিত হইতেছে।

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সেইহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারকে আমাদের দেশের তরুণ বিশেষজ্ঞগণকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান জানান হইতেছে। তাহাতে দেশের জনগণই উপকৃত হইবে এবং স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পুরণে নিশ্চিত অগ্রগতি হইবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অন্য পাঠ্য বিষয়ের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ের তুলনা হয় না, ইহার বুৎপত্তির সহিত মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত।

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণকে চিকিৎসা সংক্রান্ত অব্যবস্থার স্বীকার অহরহ হইতে হয় সেইহেতু সরকারকে এই সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের আহবান জানান হইল। অন্যথায় সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার কোন দিনই পূর্ণ হইবে না। আর যে সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে আন্তরিক নয় সেই রাষ্ট্র কোন দিনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না কারণ অসুস্থ্য বা অর্ধ সুস্থ্য জনগোষ্ঠী দ্বারা উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবেশিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অতএব, অত্র সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হইলেও জন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাৎক্ষনিক দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না।

অতঃপর, আমরা বর্তমান মোকাদ্দমায় উদ্ভূত সমস্যার উপর আলোকপাত করিব।

প্রতীয়মান হয় যে, প্রবিধানমালার আওতায় গঠিত উপরোক্ত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটিই একমাত্র সংস্থা যাহা চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিরুপন করিবার অধিকারী এবং ইহার মাপকাঠি বা মান সম্পর্কে কোন পরিবর্তন আনিতে হইলে উক্ত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। এই প্রেক্ষাপটেই কাউন্সিল পূর্বেও শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির যোগ্যতা ১৯৮৫ সনে সংশোধন করিয়াছিল।

Bangladesh Civil Service (Health) Cadre এর বিভিন্ন পদে BCS Recruitment Rules, 1981, অনুসারে নিয়োগ হইয়া থাকে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফশীলে ২০ তম ভাগে ৯ ও ১০ নং তালিকায় যথাক্রমে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদের যোগ্যতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা অনুসারেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু ৯-৭-২০০৫ তারিখে ২ নং প্রতিবাদী সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত তর্কিত ৭-৭-২০০৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফৎ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের অধিকতর যোগ্যতা হিসাবে নিম্নলিখিত দফাগুলি যোগ করতঃ সংশোধণ করা হয় (এ্যানেকচার-এ) ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৫ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আষাঢ় ১৪১২/৭ জুলাই ২০০৫

এস, আর, ও নং ২১১-আইন/২০০৫-সম (বিধি-৫)-৩১/০৪।-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০ (২)অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা ঃ-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule II এর Part XX এর

(ক) Column 1 Sl. No. 9 এর বিপরীতে Column 2 এর clause –(d) এর বিপরীতে Column 5 এ উল্লেখিত "For all subjects except Forensic Medicine" শিরোনামার অধীন Clause (3) এর পর নিম্নরূপ Clause সংযোজিত হইবে যথা ঃ-

"(4) Notwithstanding anything contained in clause 2, in relation to the exprience as Associate Professor or equivalent post,officers having 18 years service in Medical Service Institutions with at least 12 years teaching experience in such posts as specified by B.M.D.C shall be eligible for appointment."

(খ)Column 1এর Sl. No. 9 এর বিপরীতে Column 2 এর clause (d) এর বিপরীতে Clause (5) এ উল্লেখিত "For Forensie Medicine" শিরোনামার অধীন Clause (b) এর পর নিম্নরুপ clause সংযোজিত হইবে যথাঃ-

"(C) Notwithstanding anything contained in lcause (b), in relating to the experience as Associate Professor or equivalent post, officers having 18 years service in Medical Service Institutions with at least 12 years teaching experience in such posts as specified by B.M.D.C shall be eligible for appointment.";

(গ) Column 1 এর Sl No. 10 এর বিপরীতে column 2 এর Clause (a) এর বিপরীতে column 5 এ উল্লেখিত "For all subjects except Forensic Medicine" শিরোনামার অধীন clause (3) এর পর নিম্নরুপ clause সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"(4) Notwithstanding anything contained in clause 2, in relations to the experience as Assistant Professor or equivalent post, officers having 15 years service in Medical Service institutions with at least 8 years teaching experience in such posts as specified by B.M.D.C. shall be eligible for appointment to the post mentioned in clause (a) of column 2 against the serial number 10 of column 1".;

(ঘ) Column 1 এর Sl. No. 10 এর বিপরীতে column 2 এর clause (a) এর বিপরীতে column 5 এ উল্লেখিত "For Forensic Medicine" শিরোনামার অধীন clause (b) এর পর নিবরুপ clause সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"(C) Notwithstanding anything contained in clause (b), in relations to the experience as Assistant Professor or equivalent post, officers having 15 years service in Medical Service Institutions with at least 8 years teaching experience in such posts as specified by B.M.D.C. shall be eligible for appointment to the post mentioned in clause (a) of column 2 against the serial number 10 of column 1".।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ,এস,এম,আব্দুল হালিম
সচিব।

তৎপর ৩ নং প্রতিবাদী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ইহার ২৮-৫-২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল/ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/স্নাতকোত্বর মেডিকেল প্রতিষ্ঠান সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপক/ সহকারী অধ্যাপক এর স্থায়ী /অস্থায়ী পদ সমূহে সরাসরি নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করেন (এ্যানেক্চার-এ-১)।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনায় পূর্বের বর্ণিত যোগ্যতার সহিত নূতন করিয়া ২ দফার পরে নিবোক্ত (d) উপ-দফা সংযুক্ত করা হয় ঃ

(h) Officers having 18 years service in Medical Service Institutions with at least 12 years teaching experience and post-graduate degree/diploma in the relevant subject as recognised by the BMDC.

একই ভাবে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিবলিখিত (d) উপ-দফা সংযুক্ত করা হয় ঃ

(d) Officers having 15 years service in Medical Service Institutions with at least 8 years teaching experience and post-graduate degree/diploma in the relevant subject as recognised by the BMDC.

৭-৭-২০০৫ তারিখের প্রজ্ঞাপণ (এ্যানেকচার-এ) ও ২৮-৫-২০০৬ তারিখে বিজ্ঞপ্তি (এ্যানেকচার-এ-১)তে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে ২ দফায় (d) উপ-দফার সংযুক্তির আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটি দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোক্ত তর্কিত প্রজ্ঞাপনদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীগণের কোন স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীর প্রয়োজন হইবে না। তাহাছাড়া, যে পদে নিয়োগ তাহার পূর্বের পদে শিক্ষক হিসাবে কোন অভিজ্ঞাতারও প্রয়োজন থাকিতেছেনা। ফলে একজন প্রভাষক কোন প্রকার স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ব্যতিরেকেই সহকারী অধ্যাপক পদে কোন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক, এমনকি অধ্যাপক পদেও নিয়োগ প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

উত্থাপিত আইনগত যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকেই বলা যায় যে চিকিৎসা শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক পদে এইরূপ নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ রোগী-সকলের স্বার্থ রক্ষা করিবে না, বরঞ্চ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় একটি অরাজগাতা সৃষ্টি করিবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত পদগুলি পদোন্নতির মারফৎ অর্জন করা যায় না। ইহা Promotion Post নয়। এই পদদ্বয় চিকিৎসা শিক্ষকতার সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ পদ । উন্নত বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী, Doctorate ও Post-Doctorate Degree, দীর্ঘ পেশাগত বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞতা, মৌলিক গবেষনা এবং অসাধরণ পেশাগত বুৎপত্তি প্রাপ্ত হইবার পরই শুধু চিকিৎসক শাস্ত্রে একজন সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক পদে নিয়োগ পাইতে পারেন। একাধিক স্নাতোকোত্তর ও Doctorate ডিগ্রী প্রাপ্ত হইবার পরেও সকল সহযোগী অধ্যাপক উন্নত বিশ্বে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েন না।

বর্তমান বিশ্ব একটি Global Village । স্বীকৃতমতেই বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে একটি অনুন্নত দেশ। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে উন্নয়নের প্রচেষ্টার পরিবর্তে আমাদিগকে উল্টোদিকে অনুন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিধিতে ২ দফায় (d) উপ-দফা সংযুক্তি চিকিৎসা- শিক্ষকতা ক্ষেত্রে বিদ্যমান অপ্রতুল মানকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আরও দুর্বল করিয়াছে।

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্ম, চাকুরী বা পদ এর মান (standard) বজায় রক্ষা করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। এই মান ও ইহার উন্নয়নের উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রের মান। আন্তর্জাতিক বিশ্বে অন্য সকল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পাশাপাশি যদি বাংলাদেশে ইহার বিভিন্ন সার্ভিসের মানের অবনতি ঘটে তাহা হইলে এই দেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে না।

একজন প্রভাষক বা রেজিষ্ট্রার বা রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান বা রেসিডেন্ট সার্জন বা জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদ হইতে সরাসরি অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য করতঃ সংশ্লিষ্ট তর্কিত সংশোধণী প্রণয়নে কমিশনের পরামর্শ প্রদান আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে। এই সংশোধণী কোনভাবেই রোগী বা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না, বরঞ্চ জনস্বাস্থ্য হানীর পথ সুগম করতঃ সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহন করা হইয়াছে।

দুঃখ জনক হইলেও সত্য কাউন্সিল এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ বা পদক্ষেপ গ্রহন না করিয়া কমিশনের অবৈধ পরামর্শ প্রদানকেই একরকম সহায়তা প্রদান করিয়াছে। ইহা আর যাহাই হউক ১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন প্রতিফলন করে না।

যুক্তরাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ General Medical Council গ্রহন করে। বাংলাদেশে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের উপস্থিতি অনুভূতই হয় না অথচ কাউন্সিলকে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রদান করতঃ আইন ১৯৮০ সনেই প্রণয়ন করা রহিয়াছে এবং কাউন্সিল উক্ত ক্ষমতা অনুসারে পদক্ষেপ লইতে আইনগতভাবে বাধ্য।

উল্লেখ্য যে আদালত হইতে কমিশন ও কাউন্সিলের উপর দুইবার করিয়া নোটিশ প্রদান করা সত্বেও তর্কিত সংশোধণী সম্পর্কে কোন বক্তব্য তাহারা প্রদান করেন নাই। বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্ণী জেনারেল ও কাউন্সিলের বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জনাব বদরুদ্দোজাকে প্রশ্ন করিলে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রাজ্ঞতা ও সংশোধনীর প্রয়োজন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই।

প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন এর সহিত পরামর্শক্রমে

Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, সংশোধন করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৪০অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদটি নিম্নরুপ ঃ

"১৪০।(১) ----------

---

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত সমঞ্জস্য নহে) বিধানাবলী -সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন ঃ

ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতি সমূহ ;

গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে,এইরূপ বিষয়াদি; এবং

ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

প্রতীয়মান হয় যে, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ এর ২ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতি কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন। কিন্তু উক্ত পরামর্শ প্রথমতঃ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, দ্বিতীয়তঃ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধান যাহা অনুরুপ আইনের সহিত অসামঞ্জস্য নহে, সেইরূপ বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিধি সংশোধন করিতে পারেন। কিন্তু সেইরুপ বিধি হইবে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সাপেক্ষে।

বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980), (সংক্ষেপে 'আইন') কে বুঝাইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে উক্ত আইনের ৩৩ ধারার (২)উপ- ধারার অন্তর্গত (ডি) অনুচ্ছেদ অনুসারে উপরোক্ত আইন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ন্যূনতম শিক্ষকতার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রস্তুত করিবার

দায়িত্ব ও ক্ষমতা উপরোক্ত আইনের আওতায় স্থাপিত কাউন্সিলকে প্রদান করা হইয়াছে। সেইহেতু ৩৩ধারার (২) উপ-ধারার (ডি) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কাউন্সিল প্রয়োজনীয় প্রবিধান মালা প্রণয়ন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

উক্ত ক্ষমতা অনুসারে কাউন্সিল সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ১৯-৯-১৯৯০ তারিখে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রবিধানমালা, ১৯৯০, প্রণয়ন করে। ইহা বাংলাদেশ গেজেটে ২০-১-১৯৯১ তারিখে প্রকাশিত হয়।

প্রতীয়মান হয় যে উপরোক্ত প্রবিধানমালা এর আওতায় একটি স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটিও রহিয়াছে।

উক্ত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলীর বিবরণ ২১ প্রবিধিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উক্ত ২১ প্রবিধি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল এর আওতাভুক্ত সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত চিকিৎসকগণের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা নিরুপনের দায়িত্ব প্রবিধানমালার আওতায় ২১ ধারা অনুসারে সৃষ্ট স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাহারা প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পুরনের জন্য সুপারিশ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত বিধি সংশোধন করিবার পূর্বে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমুহের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য তাহাদের যোগ্যতা , অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহন করা হয় নাই।

অথচ, মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮০, আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অনুসারে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমূহের যেকোন নিয়োগ বা পদোন্নতি সম্পর্কে উক্ত কাউন্সিলের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

এমতাবস্থায়, যদিও রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে বিধি প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারেন কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেহেতু স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কোন

সুপারিশ বা কাউন্সিলের অনুমোদন এ সম্পর্কে গ্রহন করা হয় নাই সেইহেতু তর্কিত সংশোধনীটি আইনের চোখে অবৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

তাহাছাড়া, দরখাস্তকারীগণ পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট মহোদয় সংবিধানের ১৪০অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্ম কমিশনের সঙ্গে এই ধরণের বিধি প্রণয়ন করা বা সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে পরামর্শ করিবার যে বিধান রহিয়াছে তাহাও অনুসরণ করা হয় নাই বলিয়া নিবেদন করতঃ বলেন যে যদিও তর্কিত প্রজ্ঞাপনটির প্রস্তাবনায় সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শ করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ২০০৫ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-৫ এর ১৩৪ পৃষ্ঠায় ২০০৫ সনের নিয়োগ বিধি কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকুরীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সমূহ সম্পর্কে পরামর্শের তালিকা ও বর্ণনা দেওয়া হইলেও তর্কিত বিধি সম্বন্ধে কোন পরামর্শের বিবরণ পাওয়া যায় না। এই ঘটনার ভিত্তিতে তিনি নিবেদন করেন যে যদিও তর্কিত প্রজ্ঞাপনে প্রবিধি সংশোধন কল্পে সরকারী কর্ম কমিশন এর সহিত পরামর্শ করিবার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিধি মোতাবেক তর্কিত সংশোধনী প্রণয়ন করিবার পূর্বে সরকারী কর্মকমিশনের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই। তিনি বলেন যে ইহা সংবিধানের ১৪০অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের লংঘন এবং এই কারণেও তর্কিত সংশোধণীটি আইনের চোখে অবৈধ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন এর পক্ষ হইতে তর্কিত সংশোধনীটি ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা এফিডেভিট্ মারফৎ অত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই।

যদিও সরকারী কর্ম-কমিশন কর্তৃক ২০০৫ সনে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে পরামর্শের কথা বর্ণনা করা হইলেও তর্কিত প্রবিধি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। তবুও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের সাধারণ একটি আইনগত গ্রহনযোগ্যতা রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, এতদসংক্রান্ত নথি সরকারী কর্ম কমিশন হইতে আহ্বান করিবার (Call for) জন্য দরখাস্তকারী পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ ছিল। উক্ত নথিতে প্রদত্ত তথ্য হইতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাইত কিন্তু সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা ব্যতিরেকে বাংলাদেশ গেজেটে প্রচারিত তথ্যই

আইনগতভাবে গ্রহনযোগ্য হইবে। এমত অবস্থায় বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয়ের নিবেদন যে তর্কিত বিধি সংশোধনের পূর্বে সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই এই বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নহে।

উপরের আলোচনার সারমর্ম হইল ঃ

১। 'জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন' ইহা রাষ্ট্রের মালিক জনগণের নিকট সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি।

২। চিকিৎসা পেশা একটি মহান পেশা। ইহা মহান কারণ চিকিৎসকগণ আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত।

৩। আর্ত মানবগণই চিকিৎসা পেশার মূল উপজিব্য। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্র ও পেশা আবর্তিত।

৪। সকল শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষনা, ডিগ্রী, পদ ও পদ-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি আর্ত মানবতার সেবার জন্য। রোগীদের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শণ, তাহাদের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, এবং তাহাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হইতেছে চিকিৎসা পেশার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের ঐতিহ্যগত নিদর্শন।

৫। এই রায়ের কপি প্রাপ্তির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত রোগীর অধিকার সম্বলিত বর্ণনা (Patient's Bill of Rights) প্রত্যেকটি সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও প্রধান ফটকের দর্শণীয় (conspicuous) এমন স্থানে প্রদর্শণ করিতে হইবে যাহাতে সকলের নজরে পড়ে। তাহাছাড়া, প্রত্যেকটি ক্লিনিকে এবং চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারের সম্মুখে রোগীর অধিকার সম্বলিত উক্ত বর্ণনা প্রদর্শন করিতে হইবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল উপরে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই নির্দেশ পালনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

৬।অন্যান্য বিষয়ের সহিত চিকিৎসকগণের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মানের সমরূপ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে Medical and Dental Council Act, 1980 প্রণীত হইয়াছে। ইহার আওতায় প্রণিত প্রবিধানমালা মোতাবেক গঠিত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষকগণের সকল স্তরের

নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা সকল সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৭। অন্য পাঠ্য বিষয়ের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ের তুলনা হয় না, ইহার বুৎপত্তির সহিত মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত।

৮। এই রায়ের কপি প্রাপ্তির ১২(বার) মাসের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার মান নির্ধারণ করতঃ Medical and Dental Council Act, 1980, এর ৩৩ ধারার (২) উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা কাউন্সিল প্রস্তুত করিবে।

৯। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করিয়াছে বিধায় ইহার ব্যত্যয় করিয়া প্রণিত যে কোন বিধি অসাংবিধানিক তথা অবৈধ হইবে।

১০। Medical and Dental Council Act, 1980, এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বিধিমালা, ১৯৯০, বহির্ভূতভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষকগণের নিয়োগ বিধির সংশোধনী এখ্তিয়ার বহির্ভূত ও বে-আইনী হইবে।

১১। ১৯৮০ সনের আইন এবং ১৯৯০ সনের প্রবিধানমালা যে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিয়াছে ইহা ঐ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে আইনগত ভাবে বাধ্য।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত ৭-৭-২০০৫ তারিখে প্রণীত এস,আর,ও নং ২১১-আইন/২০০৫-সম (বিধি-৫)-৩১/০৪ প্রজ্ঞাপনটি যাহা বাংলাদেশ গেজেটে ৯-৭-২০০৬ তারিখে প্রকাশিত হয় (এ্যানেকচার-এ) ইহা প্রথমতঃ সংবিধানের১৮ অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক। দ্বিতীয়তঃ Medical and Dental Council Act, 1980 ও ইহার আওতায় প্রণীত মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রবিধান মালা, ১৯৯০, এর ২১ প্রবিধি বহির্ভূতভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এমত অবস্থায় তর্কিত ৭-৭-২০০৫ তারিখে প্রণিত এবং ৯-৭-২০০৫ তারিখে ২ নং প্রতিবাদী কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন মারফৎ প্রকাশিত Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এ সংশোধনের মাধ্যমে সংযোজিত দফাগুলি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় কর্তৃক ২৮-৫-২০০৬ তারিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত

অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনায় ২ দফায় সংযোজিত (d) উপ-দফা অবৈধ এখ্তিয়ার বিহীন ও বে-আইনী ঘোষনা করা হইল।

অতএব, অত্র রুলটি খরচা ব্যতিরেকে এ্যাব্সলিউট করা হইল।

এই রীট্ মোকাদ্দমাটি continuing mandamus হিসাবে চলমান থাকিবে।

এই রায়ের কপি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করা হউক। তাহারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে উপরে বর্ণিত নির্দেশনা সম্পর্কে তাহাদের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

বিচারপতি মোঃ আবু তারিক ঃ

আমি একমত।